গলদা চিংড়ি চাষ

মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ

অধিক ফলনের জন্য পোনা মজুদের পর নিম্নবর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	প্রয়োগ মাত্রা (শতাংশ প্রতি)
গোবর	১৫০-২০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩-৫ গ্রাম
টি,এস,পি	১-২ গ্রাম
এম,পি	০.৬-১ গ্রাম

পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। সকালে সুর্যের আলো পড়ার পর সার প্রয়োগ করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ

- সম্পূরক খাদ্য ছাড়া গলদা চিংড়ির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নয়।
- গলদা চিংড়ির সম্পুরক খাদ্য তৈরিতে ব্যবহারযোগ্য উপাদানগুলো হলো ফিশমিল, শামুকের মাংস, চালের কুঁড়া, গমেরভুষি, আটা, চিটাগুড়, খৈল ইত্যাদি।
- মাছ ও চিংড়ির ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগহারে সম্পুরক খাদ্য দিতে হবে।
- পিলেট মেশিনে তৈরি অথবা বল আকারে তৈরি ভেজা খাদ্য পুকুরে সরবরাহ করা যেতে পারে।
- পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যদানীতে খাদ্য দিতে হবে।
- কার্প ও চিংড়ির মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে দৈনিক সকালে ও সন্ধায় একবার করে খাবার দেওয়া উত্তম।
- গলদা চিংড়ি নৈশভোজী। তাই সন্ধাবেলা খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা সকাল বেলার চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়া আবশ্যক।

চিংড়ি আহরণ

- অধিক লাভের জন্য বড় মাছ ও চিংড়িগুলো আহরণ করে ছোটগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
- কার্প ও চিংড়ির মিশ্রচাষের বেলায় কাতলা ৫০০ গ্রাম, সিলভার কার্প ৭৫০ গ্রাম, রুই ২৫০ গ্রাম এবং চিংড়ি ৭০ গ্রামের উপরে আহরণ করা লাভজনক।
- পুকুর থেকে নীল দাঁড়ার চিংড়ি ধরে ফেলুন এবং কমলা দাঁড়ার চিংড়ি পুকুরে রেখে দিন। চিংড়ি আহরণ করার পর বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়াগুলো মেনে চলুন।

চিংড়ির রোগবালাই প্রতিরোধ

দূষিত পরিবেশ, জীবাণুর অনুপ্রবেশ, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ, অক্সিজেনের অভাব, পিএইচ কম, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে চিংড়ির রোগ বালাই হতে পারে। রোগবালাই এর বিভিন্ন প্রতিকার থাকলেও প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। সুস্থ সবল পোনা মজুদ এবং ভাল ব্যবস্থাপনা করা গেলে এমনিতেই রোগবালাই এর সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

চিংড়ি চাষের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চাষাবাদ করে এক বৎসরে প্রতি শতাংশে ৩৫০ টাকা ব্যয় করে ১০০০ টাকা আয় করা সম্ভব, অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিট লাভ ৬৫০ টাকা। আর বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করলে প্রতি হেক্টরে ১২০০ কেজি চিংড়ি ৬০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগের ঠিকানা

উপ-পরিচালক (মৎস্য চাষ)
মৎস্য ভবন (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬১৫৯২

প্রকাশনায় ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

গলদা চিংড়ি চাষ

মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

গলদা চিংড়ি চাষ

গলদা চিংড়ি একটি স্বাদু পানির চাষযোগ্য চিংড়ি। গলদা চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দিন-দিন এর চাষ এলাকাও সম্প্রসারিত হচ্ছে। গলদা চিংড়ির পোনা প্রাপ্তির স্থান হিসেবে উপকুলীয় নদীর মোহনা বিশেষভাবে চিহ্নিত। প্রাকৃতিক উৎস ছাড়াও দেশে বর্তমানে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদিত হওয়ায় গলদা চিংড়ির চাষ ক্রমশই প্রসার লাভ করছে।

গলদা একক চাষ ছাড়াও অন্য মাছের সাথে (কার্প জাতীয়) মিশ্রচাষ করা যায়।

পুকুরের বৈশিষ্ট্য

- ছোটবড় সব পুকুরেই গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। তবে এক হেক্টর আকারের পুকুর গলদা চিংড়ির জন্য বেশি সুবিধাজনক।
- পুকুরটি এমন খোলামেলা যায়গায় হবে যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে।
- পুকুরে কমপক্ষে ১ মিটার থেকে ১.২ মিটার গভীরতায় পানি থাকতে হবে।
- পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে।

পুকুরে গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

পুকুর প্রস্তুতি

- পুকুরের পাড় ভাংগা থাকলে তা মেরামত করতে হবে এবং তলদেশের অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ থাকলে পুকুর শুকিয়ে অথবা রোটেনন ব্যবহার করে অপসারণ করতে হবে।
- মাটির সাথে বিঘা প্রতি ৫ কেজি ব্লিচিং পাউডার ভাল করে মিশিয়ে দিলে পরবর্তীতে পরজীবীর আক্রমণ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে।
- পুকুরের ভাসমান ও জলজ আগাছা দূর করতে হবে।
- প্রতি শতাংশে এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগে মাটি ও পানির অম্লতা দূর হয়, সারের কার্যকারিতা বাড়ে এবং পানির ঘোলাত্ব দুর হয়।
- চুন প্রয়োগের এক সপ্তাহ পরে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার চিংড়ির প্রাকৃতিক উৎপাদনে সহায়তা করে।
- জৈব (গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, কমপোষ্ট) ও অজৈব (ইউরিয়া, টি এস পি) দুই ধরনের সার ব্যবহার করতে হবে।

পোনা মজুদ

- সার দেওয়ার ৩-৫ দিন পর পুকুরের পানিতে রং হালকা সবুজ হলে এবং পিএইচ এর মাত্রা ঠিক থাকলে পোনা মজুদ করতে হবে।
- নার্সারিতে প্রতিপালিত ১০-১৫ সেঃমিঃ গলদা চিংড়ির পোনা পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে সাবধানে পুকুরে ছাড়তে হবে।
- প্রখর রোদ ও বৃষ্টির মধ্যে পোনা মজুদ করা ঠিক নয়।
- মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে নিম্নোক্ত হারে পোনা মজুদ করা যেতে পারে ঃ

ক্রঃ নং	প্রজাতির নাম	সংখ্যা	খাদ্য স্তর
১	কাতলা/ সিলভার কার্প	৬-৮ টি	উপরের স্তর
২	রুই	৫-৮ টি	মধ্য স্তর
৩	গলদা চিংড়ি	১০-১৫ টি	নিচের স্তর
মোট		২১-৩১ টি	

গলদা চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন

খোলস বদলের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। তখন এদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নারিকেল, তাল, খেজুর গাছের শুকনো পাতা, ডালপালা, বাঁশের টুকরো পুকুরের তলদেশে পোনা মজুদের একদিন আগে স্থাপন করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

- পুকুরের পোনা মজুদের পর নিয়মিত পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য এরেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।